অনিশ্চয়তার অনির্বাণ

কামরুন নাহার ডানা

একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

উৎসর্গ

মৃত্যু যেন হেমলকে হয়নি, হয়েছে তোমার চাহনিতে
ভালো হয়েতো বাসিনি আগে, বেসেছি তোমার আলিঙ্গনে...

—প্রিয়তমেষু

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকেই আমার লেখালেখির অভ্যেস ছিল। আগে লিখতাম স্কুলের ম্যাগাজিন কখনো বা কোন সংবাদপত্রে, আবার কখনো বা কাউকে চিঠি লেখার কাজে। বড়ো হওয়ার পর লেখাগুলো চলে আসে ফেসবুকের স্ট্যাটাসে। ফেসবুকে লিখলে মানুষ মনে করত এটা হয়তোবা আমার বাস্তব জীবন থেকে নিয়ে লেখা, আর সেই জন্য কোনো দুঃখের গল্প লিখলেই মানুষ মনে করত আমার মনে না জানি কত কষ্ট, আর তাই ভাবলাম এই লেখাগুলো স্ট্যাটাসে না লিখে বইয়ে লেখা ভালো যাতে করে অন্তত মানুষ না ভাবে, গল্পগুলো আমার নিজের জীবন থেকে নেয়া। কিন্তু লেখার অভ্যাসটা আমার সব সময় ছিল।

অনেকদিন ধরে ভাবছিলাম বই লিখব। কথাটা শুনে অনেকেই ভাবত আমি না জানি কি নিয়ে লিখব। আমার বইয়ে যতগুলো গল্প আছে সবগুলোই কাল্পনিক শুধুমাত্র একটা গল্প আমার বাস্তব জীবন থেকে নেয়া। যেটা পাঠককে পড়ে বুঝতে হবে আসলে কোন গল্পটা বাস্তব জীবনের সাথে মিল আছে। আমি ছোট্ট জীবনে সব সময় অল্প কিছুতেই সুখ খোঁজার চেষ্টা করি। আমার গল্পগুলোতে বিভিন্ন সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে বলা আছে। একটা সম্পর্ক কেমন করে নষ্ট হয় অথবা একটা সম্পর্কে সামান্য যত্নে কতটুকু সুন্দর হতে পারে এবং একটা মানুষ কতটা ভালো থাকতে পারে সবকিছু নিয়েই হচ্ছে এই গল্পগুলো।

সূচিপত্র

বেলীফুলের দিনগুলো	৯
ফিরে দেখা	৫৯
আমার স্বামী	১০২
আমার বন্ধু রিয়াদ	১২৫

বেলীফুলের দিনগুলো

রুপা ছোটোবেলা থেকেই কোনো রকমের আবদার—ইচ্ছা কিছুই যেন তার বাবা-মাকে বলত না। তার বয়সি মেয়েরা যখন বাবা-মায়ের কাছে পুতুল কেনা থেকে শুরু করে আরো নানান বিষয়ে আবদার করেতো, রুপা তখন থেকেই বাসা থেকে যাই দেওয়া হতো তাতেই খুশি থাকত। রুপার মা রানি বেগম। মেয়ের এমন চুপচাপ থাকাটাকে উনি একটু ভয়ই পেত, মেয়েটা কখনো খারাপ কিছু হলেও তো তাকে জানাবে না। উনি কেমন করে জানবে মেয়েটা কোনো কষ্ট পেলেও? রানী বেগম প্রায়ই চেষ্টা করে মেয়েটার সাথে নানান বিষয়ে গল্প করার। কী কী হল, কেন হলো, কিন্তু সে মাকে সব বললেও অনেক কিছুই বলত না। রানী বেগম বুঝেতো মেয়েটা অনেক কিছুই নিজের মাঝে চাপা দিয়ে রাখেন।

রুপার পাশের বাসায় ছিল শারমিন। শারমিন সত্য থেকে দু'বছরের বড়। শারমিন, সত্য আরও কয়েকজন মেয়ে মিলে বিল্ডিং এর ছাদে খেলতে যেত। তাদের খেলা ছিল ঘর ঘর, সবাই মিলে পুতুলের বিয়ে দিবে, রান্না করবে। কিন্তু এই খেলায় রুপাকে দিয়ে সব কাজ করানো হতো। রুপার বাসার নিচে দোকান থেকে খাবার আনত, বাড়ির ছাদটা পরিষ্কার করত, পুতুলের কাপড় ধুয়ে দিত। রুপা বুঝত যে সবাই তাকে খেলায় নিতে চায় না, তাকে দিয়ে শুধু কাজ করানোর জন্যই সাথে রাখে। এত কিছু জানার পরেও রুপা তাদের সাথে খেলায় অংশগ্রহণ করত, এটা নিয়েও মায়ের কাছে সামান্য অভিযোগও জানাইনি সে কখনো।

রুপা যখন কলেজে ছিল, শারমিন ছিল ডিগ্রিতে প্রথম বর্ষের ছাত্রী। কোনো এক শুক্রবার শারমিনকে দেখতে ছেলে পক্ষ আসে কিন্তু বাড়িতে ঢোকার সময় রুপাকে দেখে পাত্রপক্ষের রুপাকে পছন্দ হয়ে যায়। পাত্রপক্ষ শারমিনকে দেখার পরপরই তার বাড়ির লোকদের কাছে রুপার কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে।

আচ্ছা ঢোকার সময় একটা মেয়েকে দেখলাম মেয়েটাকে এই বিল্ডিং থাকে?

শারমিনের মামা উত্তর দিলো, 'কেন ভাই কোনো সমস্যা করেছে কিছু বলেছে? ও তো আমাদের শারমিনের সাথে খেলা করে বড়ো হয়েছে, ওর নাম রুপা ও কি আপনাদেরকে কিছু বলেছে?'

'না না মেয়েটা তো বেশ ভদ্র। কিছুই বলেনি। হাসিমুখে সালাম দিয়ে দরজাটা খুলে বের হয়ে গেল। ভারী মিষ্টি মেয়ে, মেয়েটার ব্যাপারে আরেকটু খোঁজখবর দিলে মনে হয় ভালো হতো।'

এই আলাপের পরপরই শারমিনের পরিবার বুঝতে পারল তাদের শারমিনের থেকে রুপাকে বেশি ভালো লেগেছে। এসব নিয়ে তার ঠিক পরেই শারমিন এবং রুপার দুই পরিবারের মধ্যে সমস্যা শুরু হয়। শারমিনের পরিবারের দাবি রুপাকে তার পরিবার ইচ্ছা করেই পাত্রপক্ষের সামনে পাঠিয়েছে যাতে করে রুপার একটা ভালো বিয়ে হয়।

'আপনাদের যে অবস্থা তাতে তো জীবনেও এমন পাত্র চোখে দেখার কথা না, কালকে নিশ্চয়ই ভাবি আমাদের কাছ থেকে পাত্রের বিবরণ শুনে আজকে তার মেয়েকে ইচ্ছে করে নিচে পাঠিয়েছে!'

রুপার বাবা এই অপবাদের ঘোর বিরোধিতা করল।

'হতে পারে আমাদের আর্থিক অবস্থা আপনাদের মতো না, তাই বলে আমার মেয়েকে বিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা উঠেপড়ে বসিনি। রুপা তখন তার খালার বাসায় যাচ্ছিল। এমনটা হবে জানলে রুপাকে কখনো আমরাই যেতে দিতাম না।'

'এখন আর আমাদের সামনে ভালো মানুষের ভান করার দরকার নেই, ছোটো থেকেই তো রুপার কোনো বান্ধবী ছিল না, শারমিন তাকে বড়ো বোনের মতো আগলে রেখেছে আর এমন বড়ো বোনের সাথে এমন প্রতারণা করতে পারল!'

সমস্ত আলাপ শুনে, রুপার নিজেকে বেশ অপরাধী মনে হতে লাগল। ঠিকই তো বলেছে শারমিনের পরিবার, আমি তখন সামনে না গেলে আজ হয়তো শারমিন আপুর বিয়ে হয়ে যেত। আমি তো কখনোই তার খারাপ চাইনি, আমি সত্যি মন থেকে চাই শারমিন আপুর একটা ভালো বিয়ে হোক।

এমন আরও অনেক বিষয়ে ছোটোবেলা থেকে কোনো কিছু উলটোপালটা হলেই রুপা নিজেকেই দোষী মনে করা শুরু করত।

রুপা পড়াশোনায় বেশ ভালো ছাত্রী ছিল, সেই সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্টে তার পড়ার সুযোগ হয়। যেদিন ক্লাস থাকত

সকালবেলাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে গাড়িতে করে ক্লাসে যেত আর বিকালে ওই বিশ্ববিদ্যালয় লালবাসটা করে বাড়িতে ফেরত আসত। বিশ্ববিদ্যালয়ে রুপার বেশ কয়েকটা বন্ধু হয়। এরা সবাই রুপাকে বেশ পছন্দ করত। রুপার সবচেয়ে ভালো লাগত এদের সবার সাথে মিশতে তাকে আলাদা করে কোনো কিছুই করতে হতো না। তারা রূপাকে দিয়ে এক্সট্রা কোনো কাজ করাত না, না তাকে আড্ডার বাইরে রাখত। রুপা যেমনটা ছিল তাকে সবাই তেমনভাবে পছন্দ করত। বন্ধু মহলেও রুপা যে খুব কথা বলতে তা কিন্তু না তারপরেও সবাই তাকে মন থেকে পছন্দ করত।

সেদিন বৃহস্পতিবার, সপ্তাহের শেষ দিন লাল বাসটাতে অনেক মানুষের ভিড় থাকত। সবার কেমন যেন বাড়ি ফেরার তাড়া। পলাশীর মোড়ে বিকেল বেলা প্রায়ই প্রেমিক যুগলদের দেখা যেত। রুপার এই প্রেমিক-প্রেমিকাদের গল্প, প্রেমে মশগুল হয়ে আছে এই মুহূর্তগুলো দেখতে বেশ ভালো লাগত। ভালোবাসায় ভরপুর মানুষগুলো মাঝে কেমন যেন আলাদা একটা ব্যাপার কাজ করে। এক একটা জোড়া যেন চুম্বকের ধনাত্মক আর ঋনাত্মক অংশের মতো। যতই দূরে থাকুক সামনাসামনি আসা মাত্র প্রচণ্ড ভিড়েও যেন সকল মানুষকে অতিক্রম করে, দুজন দুজনকে খুঁজে কাছে এগিয়ে যেত। ভালোবাসার যুগলদের নিয়ে ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে পেছন থেকে কয়েকজন ছেলের আলাপ তার কানে আসে।

'আমার এসব প্রেমিকদের দেখলে ভালোই লাগে, প্রেম তো এভাবেই করা উচিত। গাছের নিচে, খোলা আকাশের নিচে, পাখির ডাকে, ফুলের সুবাসে' 'রাস্তায় বসে প্রেম করলে প্রেমিকারা বেশিদিন থাকে না'

'যে থাকার সে চার দেওয়ালের মাঝেও থাকে খোলা আকাশের নিচেও থাকে।'

'এইসব প্রেম শুধু বইয়ের পাতায় অথবা নাটক সিনেমাতেই ভালো লাগেরে। বাস্তবে মেয়েরা সবাই স্টেবিলিটি খুঁজে। দিনশেষে যতই আকাশের নিচে প্রেম করুক না কেন, উঁচু দালানের স্বপ্ন সবাই দেখে।'

'তোরা মেয়েদের এত নেগেটিভলি দেখিস কেন? আর একটা দুইটা মেয়েকে দিয়ে পুরা মেয়ে জাতিকে তোর বিচার করা ঠিক না।'

'সুন্দর আমিও প্রেম করতাম, সিনথিয়া আমাকে বলেছিল আমি যেমন তার আমাকে সেভাবেই ভালো লাগে। আমার যে অবস্থা তাতে তার কোনো সমস্যা নেই। রেস্টুরেন্টে পাস্তা না, সে আমার সাথে পার্কে বসে বাদাম

খেতেই চায়। পরে কী হলো? হুট করে একদিন বলল বাসা থেকে ছেলে দেখেছে। ছেলে সরকারি চাকরিজীবী, সে নাকি বাবা-মার বিপক্ষে কোনো কাজই করতে পারবে না। ব্যাস্ আমার প্রেম শেষ দুবছরের মাথায়।'

কিন্তু প্রেমের মজা তো এখানেই, রিকশায় করে ঘোরা, টিএসি মোড়ে ফুচকা খাওয়া, দুজন মিলে দু-কাপ চা খাওয়া, বইমেলায় গিয়ে প্রিয় লেখক এর দুটো বই কেনা। আমি কিনে দেবো তার প্রিয় কবির বই আর রাতের বেলা সে বই থেকেই একটা কবিতা পড়ে শোনাবে সে আমাকে'।

'করিস তুই এমন প্রেম, দেখি কয়দিন ধরে রাখতে পারিস।'

রুপা মাথা ঘুরিয়ে নীল চেক শার্ট, পরা ছেলেটাকে একবার দেখল আর ভাবতে লাগল আমিও তো এমন প্রেমই করতে চাই। একদম প্রেম করলে তো মনে হচ্ছে এর সাথেই করতে হবে'।

জীবনে হয়তোবা রুপা এই প্রথম কোনো কিছু এত শক্তভাবে নিজের কাছে চাইল। সেদিন রাতে বাড়িতে এসে জীবনে প্রথম একটা প্রেমের কবিতা লিখল, যেই কবিতাটাতে ছেলের ভূমিকায় সেই প্রথম বাস্তবে বিস্তার করে এমন একজন ছেলেকে নিয়ে লিখল; নীল চেক শার্ট পরা ছেলেটা।

ওই দিনের পর আরও কয়েকটা দিন রুপা যেন নিজের অজান্তেই নীল শার্ট পড়া ছেলেটাকে খুঁজতে লাগল। তারপরের সপ্তাহে বৃহস্পতিবারের অপেক্ষা করল কিন্তু বাসে আর ছেলেটাকে দেখল না। সেদিন থেকে ঠিক দশদিন পরে, পরিসংখ্যান বিভাগের নবীন বরণে যখন রং খেলা হচ্ছিল রুপা সেদিন আবারও ছেলেটাকে দেখল। সাথে সাথে রুপা তার বান্ধবী রেশমাকে ছেলেটাকে দেখাল।

'রেশমা তোর মনে আছে, গত সপ্তাহে আমি একটা ছেলের কথা বলছিলাম?'

'ওই যে তোর স্বপ্নের পুরুষটা?'

'আরে স্বপ্নের পুরুষ না, মানে আমার যে ছেলেটাকে ভালো লেগেছিল আর কি, ওই ছেলেটা'

'ও ওটা তো ফাহিম ভাই! তুই বলবি না ফাহিম ভাই'

'আরে আমি কি নাম জানি নাকি। নাম ডিপার্টমেন্ট কিছুই তো জানতাম না।'

'রুপা স্বপ্নে যতটুকু দেখেছিস সেখানে স্বপ্ন দেখা বন্ধ করে দে। ফাহিম ভাইয়ের সুমি আপুর প্রেম কাহিনি তো পুরো বিশ্ববিদ্যালয় জানি, তুই জানিস না?'

‘সুমি কি ওর গার্লফ্রেন্ড হয়?’

‘আরে হ্যাঁ। ওরা তো ক্যাম্পাসের হিট কাপল। একদম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমদিন যেদিন সুমি আপু এসেছিল, ফাহিম ভাই পুরা ক্যাম্পাসের সামনে বলেছিল এটা তোদের ভাবি। এরপর আর কোনো ছেলের কোনোদিন সাহস হয়নি সুমি আপুর দিকে চোখ তুলে তাকানো। তিন বছরের প্রেম।’

‘তুই এত কিছু জানিস কীভাবে? তুই তো তখন এখানে পড়তি না।’

‘আরে সুমি আপু তো আমার আপুদের ব্যাচমেট। আপুর সাথে বেশ কয়েকবার সুমি আপুকে দেখেছি। ওরা কোথাও ঘুরতে গেলে, ফাহিম ভাই ঘোরা শেষে সুমি আপুকে নিতে আসত। আমিও একবার আপুদের সাথে বের হই সেবারই আমি প্রথম ফাহিম ভাইকে দেখি, তারপর আপুর থেকে সুমি আপু আর ফাহিম ভাইয়ের প্রেমের গল্প শুনেছিলাম।

‘কিন্তু সেদিন বাসে ফাহিমের কথা শুনে তো মনে হয়নি ওর প্রেমিকা আছে।’

‘কই কি জানি তারা তো এখন একসাথেই আছে।’

রুপার ভীষণ মন খারাপ হলো। মন জোড়া না লাগতেই মন ভাঙার শব্দ যেন তার ভেতরটা চুরমার করে দিচ্ছিল। এমন একজনকে তার কেন ভালো লাগতে হবে যার বর্তমানে একজন প্রেমিকা আছে! এই প্রথম কাউকে এত ভালো লাগল আর সেই মানুষটা অন্য কারোর!

‘কি রে কি ভাবছিস ব্রেকআপ হলে লাইনে ঢোকার চেষ্টা করবি নাকি?’

‘না রে যে আমার না তাকে নেওয়ার চিন্তা করার মতো মানুষ আমি না। আশা করি ফাহিম তার সুমিকে নিয়ে ভালোই থাকবেন, যেমনটা করে প্রেম করতে চেয়েছেন তেমনভাবেই প্রেম করে যাবেন। আর সেই প্রেমটা অবশেষে বিয়েতে গড়াবে’।

‘তুই তাদের বিয়ে নিয়ে যেভাবে ভাবছিস তারা তো মনে হয় না বিয়ে নিয়ে এখনো ভাবনা চিন্তা শুরু করেছেন’

‘এখনো তো পড়াশোনা শেষ হয়নি হয়তোবা পড়াশোনা শেষ হলেই তারা বিয়ে করবে।’

এরপর প্রায়ই রুপা ফাহিমকে দেখত কিন্তু কখনো গিয়ে কথা বলা হয়নি। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে জায়গা থেকে জলদি চলে যেত। প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয় ঢোকার সময় মনে হতো ফাহিমের সাথে দেখা না হলেই ভালো, দেখা হলে কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে যায়। আবার ঠিকই

কোনোদিন না দেখলে কেমন যেন নিজের অজান্তে চারপাশে ফাহিমকে খুঁজতে থাকে।

ফাহিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ বর্ষ, শেষের দিকে এসে ফাহিমকে বিশ্ববিদ্যালয় খুব কমই দেখা যেত।

একদিন বিকেলবেলায় রুপার রেশমার সাথে ফাহিমকে নিয়ে কথোপকথন হচ্ছিল।

'ফাহিম ভাইকে এখন আর বিশ্ববিদ্যালয় দেখা যায় না বেশি, খেয়াল করেছিস?'

'হয়তোবা পড়াশোনার চাপ অথবা চাকরিবাকরির প্রিপারেশন নিচ্ছে, তাই হয়তো দেখা যায় না'।

'তুই কি এখনো ফাহিম ভাইকে পছন্দ করিস নাকি?'

'কেউ কাউকে পছন্দ করলে হুট করে চলে যায় নাকি? কাউকে ভালো লাগলে এই ভালো লাগা সারাজীবন থেকে যায়। নির্ভর করে এক এক মানুষের ওপর। কেউ হয়তোবা ভালোলাগাটাকে বড় করে দেখে কেউবা আড়াল করে যায়। কিন্তু একবার কাউকে ভালো লাগলে খুব বিশেষ কোনো বড় দুর্ঘটনা না ঘটলে ভালোলাগা আজীবনই থেকে যায়।'

রুপার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আর তেমন কাউকে কখনো ভালো লাগেনি। এখনো যে মনের সামান্য ভালোলাগা ফাহিমের জন্য রয়ে গেছে এবং হয়তোবা তার কারণে অন্য কাউকে ভালো লাগছে না এ ব্যাপারটা রুপা কখনোই তার বন্ধু বা বাড়ির কাউকে বলেনি।

বিশ্ববিদ্যালয় শেষ হওয়ার পরপরই বাড়িতে নানান জায়গা থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসা শুরু করে। রুপার বাবা চাচ্ছিলেন রুপার জন্য বিদেশের সেটেল্ড এমন কোনো ছেলের সাথে বিয়ে হয়। রুপার বড়ো চাচা তারই বন্ধুর ছেলে প্রস্তাব রুপার জন্য নিয়ে আসে।

ছেলেদের পারিবারিক দিক থেকে আর্থিক সচ্ছলতা রুপাদের চাইতে অনেক গুণ বেশি। এমন একটা পরিবার এ গেলে রুপার অসম্মান হবে না তো! এমন চিন্তা রুপার বাবা করতে থাকে।

ছেলের পুরো পরিবার ঢাকাতেই থাকে শুধু ছেলে তার চাকরির সুবাদে আমেরিকায় থাকে।

আমেরিকায় পিএইচডি কমপ্লিট করে সেখানেই চাকরি নিয়ে স্থায়ী হয়ে যায়।

রুপার ছিল না কোনো সোশ্যাল মিডিয়া। বিয়ের প্রস্তাব আসার পর থেকেই রুপার ছোটো বোন ছেলের নাম খুঁজে সোশ্যাল মিডিয়াতে বের করে।

'আপু দেখ লোকটা কিন্তু দেখতে খারাপ না শুধু বিশাল গোঁফ আছে। তোর তো গোঁফওয়ালা লোক ভালো লাগে না। তোর কি এই লোককে ভালো লাগবে?'

রুপা এই প্রথমবারের জন্য ছেলেটাকে দেখল।

'কি রে আপু, তুই দেখি ব্লাস করছিস!'

'তোর কি দেখে মনে হলো আমি ক্লাস করছি? একটা মানুষের সাথে আমার বিয়ের কথা চলছে তাকে দেখে যদি একটু লজ্জা না পাই তাহলে কাকে দেখে পাব?'

'আপু তুই তো জীবনে কোনো ছেলেই দেখলি না, তুই কেমন করে বুঝবি এই মানুষটা ভালো নাকি খারাপ?'

'সেটা জানি না। তবে আমি চেষ্টা করব আমার সর্বোচ্চটা দেওয়ার। দেখা যাবে আমি তাকে এতটাই ভালোবাসব আর আমাকে ভালোবাসতেই হবে!'

'তোকে একটা সত্যি কথা বলি? যে তোকে ভালোবাসবে, সে তোকে এমনি ভালোবাসবে। আর ভালোবাসলে, ভালোবাসার মানুষের ১০০ রকম দোষও চোখে পড়ে না। আমার বান্ধবী স্বপ্নার যে বিয়ে হলো না, স্বপ্নার তো লাভ ম্যারেজ। স্বপ্নার প্রচণ্ড জেদ, আর স্বপ্নার হাজব্যান্ড ঘাড় ত্যাড়া স্বভাবের। একবার একটা কথা বলেছে তো বলেছেই, দুনিয়া উলটে গেলেও তার কথার বিপক্ষে তিনি যান না। তুই চিন্তা করে দেখ এমন একটা ঘাড় ত্যাড়া লোকের সাথে সংসার করা কী সোজা কথা! কিন্তু ঠিকই স্বপ্না সবকিছু মানিয়ে আছে। আবার অন্যদিকে স্বপ্নার যে পরিমাণে রাগ, অল্প কিছুতেই অনেক রেগে ওঠে। হাউমাউ করে কান্না শুরু করে, কখনো তো ভাঙচুরও করে। এত কিছুর পরেও ভাইয়া কিন্তু তাকে কোনো অংশে কম ভালোবাসে না। সো ভালোবাসলে আসলে দোষগুলো চোখে পড়ে না। এই যে তুই লোকটাকে এখনো ভালোবাসিস না কিন্তু বিয়ের জন্য কথা হচ্ছে দেখে চেষ্টা করছিস ভালোলাগানোর। গোঁফওয়ালা লোকটাকেও এখন তোর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুদর্শন পুরুষ মনে হচ্ছে।'

'তুই তো আমাকে চিনিস আমি কারোর আউটলুক দেখে জাজ করার মানুষ না।

'শুনলাম উনি নাকি আগামী সপ্তাহে আসবে। যাবি নাকি এয়ারপোর্টে রিসিভ করতে?'